জলবায়ুর নামে ঋণের পরিবর্তে ধনী দেশগুলো থেকে অনুদান ও ক্ষতিপূরন ভিত্তিক অর্থায়নের দাবী

১. জলবায়ু পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে ধনী দেশগুলো ঋণ ব্যবসার নতুন কৌশল নিয়েছে

৮০'র দশকে বিশ্বব্যাপী কাঠামোগত সংস্কার নীতিমালা [Structural Adjustment Policy] বাস্তবায়নের নামে ধনী দেশসমুহ স্বল্পোন্নত ও দরিদ্র দেশগুলোকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখিয়ে তাদের বাজার ব্যবস্থা উন্মুক্ত করে উন্নয়ন সহযোগীতার নামে ঋণ গ্রহন করতে বাধ্য করে। কিন্তু বিগত কয়েক দশক ধরে তাদের তথাকথিত বিনিয়োগ এসকল দরিদ্র দেশগুলোর কোন প্রকার অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারে নাই বরং বিনিয়োগরে নামে এসকল দেশ থেকে গত কয়েক দশকে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার ধনী দেশগুলোতে পাচার হয়েছে।

বর্তমানে সম্পদ পাচারের এই ধারা ক্ষীন বা হ্রাস পাওয়ার করনে ধনী দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার নতুন বিষয় সামনে নিয়ে আসতে সমর্থ হয় এবং জলবায়ু অর্থায়নের নামে ঋণ বাণিজ্যের নতুন কৌশল অবলম্বন করে। **জলবায়ু পরবির্তন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা এবং মোকাবেলার কৌশল নিয়ে দরিদ্র ও জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশসমুহের অব্যাহত বিরোধীতা সত্বেও ধনী দেশগুলো তাদের এই ঋণ বাণিজ্য বাস্তবায়নের জন্য প্যারিস চুক্তি নামে একটি বৈষম্যমূলক চুক্তি প্রনয়ন করেছে।** বিপদাপন্ন দেশগুলো বিষয়টি শেষ পর্যন্ত মেনে নিলেও প্যারিস চুক্তি অনুসারে ধনী দেশগুলো তাদের দায়ীত্ব বাস্তবায়ন না করে কিভাবে ঋণ বাণিজ্য করা নিশ্চিত করা যায় সে উদ্দেশ্যে ক্রমাগত প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়নকে জটিল করার চেষ্টা করছে এবং দরিদ্র ও বিপদাপন্ন দেশগুলোকে ঋণ শর্তের ফাঁদে আটকাতে অনকেটা সফল হচ্ছে।

২. প্যারিস চুক্তি বৈষমমূলক বাস্তবায়ন কৌশল ঋণ বাণিজ্যের প্রধান সহায়ক

প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নে ধনী দেশগুলোর বর্তমান ভূমিকা কোন অবস্থাতেই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য সহায়ক বলে মনে করা হচ্ছে না। চুক্তি অনুসারে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় ধনী দেশগুলো সর্বপ্রথম কার্বন উদগীরন শূন্যে নামিয়ে আনবে এবং বিপদাপন্ন দেশগুলোকে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা নিশ্চিত করবে। কিন্তু তা না করে **ধনী দেশগুলো কার্বন উদগীরন হ্রাসের দায়ভার দরিদ্র ও জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোর উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং প্যারিস চুক্তির শর্তসমুহ ব্যবহার করে তাদের নিয়ন্ত্রীত আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমুহকে [বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ এবং এডিবি এসকল প্রতিষ্ঠানসমুহ] ব্যবহার করছে।** এসকল আর্থিক প্রতিষ্ঠাণ দরিদ্র ও জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোকে নীতি সহায়তার নামে এমন সকল নীতি ও উন্নয়ণ পরিকল্পনা প্রনয়ন ও গ্রহন করতে বাধ্য করছে যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার নামে ঋন গ্রহন করা ছাড়া বিকল্প উপায়সমুহ নাই বললেই চলে।

৩. নীতি সহায়তার নামে দরিদ্র ও জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোতে এই ঋণ ব্যবসার আরও সম্প্রসারন করা হচ্ছে

ধনী ও পুজিবাদী দেশগুলো নীতি সহয়াতার নামে এই মুহর্তে বিশ্বের দরিদ্র ও জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোকে তাদের ঋণ ব্যবসা আরও সম্প্রসারনের চেষ্টা করছে। সম্প্রতি জাপান সরকার এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠান জাইকা [JICA-Japan International Cooperation Agency] এর মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানী কৌশল প্রনয়ন করছে যেখানে বাংলাদেশকে বায়োফুয়েল বা "হাইড্রোজেন ফুয়েল" কে নবায়নযোগ্য জ্বালানী কৌশল হিসাবে গ্রহন করার নীতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **নবায়নযোগ্য জ্বালানী কৌশল গ্রহনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সৌর শক্তির যথেষ্ঠ সম্ভাবনা থাকা সত্বেও জাপান সরকারের এ ধরনের অসামঞ্জস্যপূর্ন নীতি কৌশল গ্রহনের পরামর্শ দেওয়ার পেছনে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে ঋন নির্ভর করা এবং এর মাধ্যমে এদেশের সম্পদ তাদের/ধনী দেশে পাচার করা।** কারন নবায়নযোগ্য জ্বলানী হিসাবে বাংলাদেশকে "হাইড্রোজেন ফুয়েল" এর কোন প্রাথমিক উপাদানাই বাংলাদেশে নাই এবং এগুলো আনতে হবে বিদেশ থেকে এবং সেখানেই বাণিজ্য এবং মুনাফার মাধ্যমে সম্পদ স্থানান্তরের সুযোগ রয়েছে।

৪. দরিদ্র ও জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলো প্রাপ্ত অভিযোজন অর্থায়ন সহায়তার বিপরীতে ৫ গুণ অর্থ প্রদান করছে ঋণ পরিশোধে

Jubilee Debt Campaign এর একটি গবেষনায় দেখা গেছে যে, দরিদ্র ও জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোতে অভিযোজন খাতে প্রাপ্ত জলবায়ু অর্থায়নের বিপরীতে প্রায় ৫ গুন বেশী অর্থ প্রদান করেছে ঋণ বা দেনা পরিশোধ খাতে। **বাংলাদেশসহ ৩৪টি দেশের উপর পরিচালিত গবেষনায় দেখা গেছে যে, ২০২১ সালে এসকল দেশ অভিযোজন খাতে ৫.৪০ বিলিয়ন ডলার আর্থিক সহায়তার [অভিযোজন খাতে শর্তমুক্ত বা তথাকথিত নীতিসহায়তা অনুদান] বিপরীতে ২৯.০০ বিলিয়ন ডলার ঋণ পরিশোধ করতে হয়েছে।** উল্লেখ্য যে, একই সময়ে বাংলাদেশ তার ০১ বিলিয়ন ডলার সহায়তার বিপরীতে প্রায় ৩.৯ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করতে হয়েছে। **জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোকে যেভাবে ঋণ দেওয়া হচ্ছে তা চলতে থাকলে তাহলে ২০৩০ সাল নাগাদ এসকল দেশের ঋণ পরিশোধের দায়ভার দাড়াতে পারে বছরে ৩৭.৯ বিলিয়ন ডলারের মত।**

৫. দাতা নির্ভর জলবায়ু পরিবর্তন পরিকল্পনা করে বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই ঋণভারে আক্রান্ত হতে যাচ্ছে

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার নামে বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই দাতাদের সহযোগীতায় গত কয়েকে বছরে বেশ কয়েকটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন করেছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে "এনডিসি ২০২১-৩০, ডেল্টা প্লান-২১০০, জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা-২০৫০ এবং মুজিব ক্লাইমেট প্রোসপারিটি প্লান ২০৩০" ইত্যাদি। **দাতাদের পরামর্শে প্রনীত এসকল পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে প্রতিবছর প্রায় ১,৮৩,০০০ কোটি টাকা [যা জিডিপি'র ৩.৩%] অর্থায়ন নিশ্চিত করতে হবে। আবার প্রকল্পসমুহ এমনভাবে প্রনয়ন করা হয়েছে যেগুলো বাস্তবায়নে দাতাদের কারগিরি পরামর্শক ও অর্থায়ন ছাড়া কোনভাবেই বাস্তবায়নও সম্ভব নয়।** আমরা এর প্রতিফলন ইতিমধ্যেইই দেখতে পাচ্ছি। যে কারনে পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিবছর বাজেট বরাদ্দের হার খুবই নগন্য [জিডিপি'র মাত্র ০.৩৮% সর্বশেষ অর্থবছরে] এবং সরকার এসকল প্রকল্প বাস্তবায়নের দাতাদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহনে বাধ্য হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই **বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের দেনা প্রায় ৯৬.২২ বিলিয়ন ডলার [২০২২ সালের প্রতিবেদন অনুসারে] উন্নীত হয়েছে যা বর্তমান**

জিডিপি'র প্রায় ২১%। নীতি পরিকল্পনার শর্ত হিসাবে সরকারকে এসকল প্রকল্প বাস্তবায়নে অবশ্যই ঋণ গ্রহনে বাধ্য করা হবে এবং তা চলতে থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যে বৈদেশিক দেনার পরিমান দাড়াতে পারে জিডিপি'র ৪৬% পর্যন্ত [ইআরডি প্রক্ষেপন]। দাতা দেশ এবং তাদের তাবেদারী প্রতিষ্ঠানসমুহ সরকারের এই দুর্বলতার আার্থিক সুবিধা নিতে ইতিমধ্যেই তৎপর হতে শুরু করেছে। সম্প্রতি **বিশ্বব্যাংক তাদের ঋণ সুদের হার ১.৫% থেকে ৫.০% এ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব দিয়েছে যা বাংলাদেশে অর্থনীতির জন্য খুবই আশংকাজনক।** ষড়যন্ত্রের নাটের গুরু বিশ্বব্যাংকের এই ষড়যন্ত্র সফল হলে অন্যান্য ধনী দেশগুলোর তাবেদারী প্রতিষ্ঠানসমুহও [এডিবি, জাইকা, আইডিবি যারা বাংলাদেশের সাথে ঋণ-বাণিজ্য করে] তাদের সুদের হার বাড়াবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৬. কার্বন উদগীরন প্রকল্পে দাতাদের জলবায়ু অর্থায়ন সরকারের নৈতিক ভূমিকাকে দুর্বল করার একটি উদ্দেশ্য

সম্প্রতি জাপান সরকার মাতারবাড়ী কয়লা বিদ্যুত কেন্দ্রের জন্য প্রদত্ত ২৪০ কোটি ডলারের বিনিয়োগ সহায়তাকে জলবায়ু অর্থায়ন সহযোগীতার অধীনে ঋণ গ্রহনে বাংলাদেশ সরকারকে বাধ্য করেছে। মাতারবাড়ী কয়লা বিদ্যুত কেন্দ্র একটি কার্বন উদগীরনকারী প্রকল্প এবং **সারা বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও বৈশ্বিক তাপমাত্রা হ্রাসে কয়লা ব্যবহার বন্ধের আন্দোলন চলছে সেখানে বাংলাদেশ সরকারকে এ ধরনের প্রকল্পে জলবায়ু অর্থায়নের নামে ঋণ গ্রহনে বাধ্য করা প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশ সরকারের বৈশ্বিক ভূমিকা ও নৈতিক অবস্থানকে দুর্বল করা।** আমরা নাগরিক সামজের পক্ষ থেকে জাপান সরকারের এহেন ভুমিকার নিন্দা জানাচ্ছি পাশাপাশি তথাকথিত বায়োফুয়েল বা হাইড্রোজেন ফুয়েল এর পরিবর্তে নিজ দেশে উৎপাদনযোগ্য এবং টেকসই এমন নবায়নযোগ্য দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানী কৌশল উন্নয়নে প্রকৃত সহায়তা নিশ্চিত করার দাবী করছি।

আমরা নাগরিক সমাজ যা বলতে চাই

১. জলবায়ু পরবির্তন মোকাবেলা কোন উন্নয়ন কার্যক্রম নয় সেহেতু এক্ষেত্রে কোন ঋণ গ্রহনও নয়

দরিদ্র ও জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোর ক্ষেত্রে জলবায়ু পবিবর্তন মোকাবেলা কার্যক্রম কোন প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় পড়ে না। কারন **জলবায়ু পরিবর্তন হয়েছে ধনী দেশগুলোর অব্যাহত কার্বন বা গ্রীণ হাউস গ্যাস উদগীরনের কারনে দরিদ্র দেশগুলো ক্ষতিগ্রস্থ ও বিপদাপন্ন হচ্ছে। বিপদাপন্ন দেশগুলো সেক্ষেত্রে জলবায়ু পবিবর্তন মোকাবেলা কার্যক্রমের মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্থতা কাটিয়ে উঠা এবং তাদের জনগোষ্ঠীর টিকে থাকার সংগ্রাম। এসকল করতে গিয়ে দরিদ্র ও বিপদাপন্ন দেশগুলো তাদের বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো এবং কৌশলে পরিবর্তন আনতে হচ্ছে যার অর্থনৈতিক দায়ভার কোন অবস্থাতেই দরিদ্র দেশগুলোর উপর চাপানো উচিত নয়** এবং কোন প্রকার ঋণ না দিয়ে বরং অনুদান ভিত্তিক পুনর্গঠন সহযোগীতা দিতে হবে।

২. জলবায়ু অর্থায়নের নামে এ পর্যন্ত প্রদত্ত সকল ঋণ বাতিল করতে হবে এবং সেগুলোকে অনুদান বা ক্ষতিপূরন হিসাবে ঘোষণা করতে হবে।

আংটাড এর সর্বশেষ প্রতিবেদনে [UNCTAD report 2022: "A world of debt. A growing burden to global prosperity"] দরিদ্র দেশগুলোতে বৈশ্বিক দেনার পরিমান ২৮ ট্রিলিয়ন ডলার [২৮ লক্ষ কোটি ডলার] এবং তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে এর মধ্যে কি পরিমান ঋণ জলবায়ু অর্থায়নের মধ্যে আছে সেই পরিসংখ্যান এই মুহুর্তে আমাদের কাছে না থাকলেও এটা অনুমান করা খুব একটা কঠিন নয় যে স্তুপিকৃত ঋণের মধ্যে জলবায়ু অর্থায়নের নামে প্রদত্ত ঋন ১০-১৫% এর কম হবে না। **যেহেতু দরিদ্র দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী নয়, তাই জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় তারা যে কার্যক্রম গ্রহন করেছে তা হবে ঋণমুক্ত এবং অনুদানভিত্তিক। কারন তাদের এ কার্যক্রম মুলত ধনী দেশসমুহকে সহযোগীতা করার লক্ষ্যে [কারন কার্বন উদগীরন হ্রাস করে বৈশ্বিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ যার জন্য ধনীরাই দায়ী] গ্রহন করা হয়েছে এবং এটা করতে গিয়ে তাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর আমুল পরিবর্তন আনতে হচ্ছে।** সুতরাং এসকল বিবেচনায় জলবায়ু অর্থায়নের নামে দরিদ্র ও জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোকে প্রদত্ত সকল ঋণ বাতিল করতে হবে এবং সেগুলোকে অনুদান বা ক্ষতিপূরন হিসাবে ঘোষণা করতে হবে।

৩. ঋণ নয় বরং বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে পরিবর্তন আনা জরুরী

দ্বীতিয় বিশ্বযুদ্ধের পর ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোর পুর্নগঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠাণসমুহ গঠন করা হলেও পরবর্তী সময়ে ধনী দেশগুলো এসকল আর্থিক প্রতিষ্ঠাণসমুহকে দরিদ্র দেশের বাজার দখল এবং সম্পদ স্থানান্তনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে থাকে যা আজও বিদ্যমান। জলবায়ু অর্থায়নের নামেও ধনী দেশগুলো আবার একই কৌশল অবলম্বন করেছে। তাই আমরা শংকিত যে অন্যায্য এই বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থার কারনে দরিদ্র ও জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলো প্রকৃত অর্থে উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে পুনরায় সম্পদ পাচারের শিকার হতে পারে। সুতরাং **জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সকল দেশের অংশগ্রহন এবং যে বৈশ্বিক সহযোগীতার কথা বলা হচ্ছে তা কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হলে এই অন্যায্য বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে পরিবর্তন আনা জরুরী। কারন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা সারা পৃথিবীর মানবজাতির টিকে থাকার সংগ্রাম এবং এখানে কোন প্রকার মুনাফা সন্ধান বা সম্পদ পাচারের সুযোগ থাকা উচিৎ নয়।**

ক্যাম্পেইন পটভূমিঃ চলতি মাসের ০৯-১৫ অক্টোবর পর্যন্ত মরক্কোর মারাকাশ শহরে বিশ্ব ব্যাংক [World bank] এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এর [International Monetary Fund-IMF] বাৎসরিক অধিবেশন চলছে। উল্লেখ্য যে, এ দুটি প্রতিষ্ঠান সারা বিশ্বে নব্য ঔপনিবেশিক তৎপরতা তথা ধনী দেশগুলোর দোসর হিসাবে কাজ করছে এবং দরিদ্র ও জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোর উপর তথাকথিত উন্নয়নের নামে অন্যায্য ঋন ভার চাপিয়ে দিচ্ছে, যার ফলে দরিদ্র দেশগুলোতে ঋণ সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এসকল ঋণের দায়ে জর্জরিত দেশগুলো বাধ্য হচ্ছে ঋণ পরিশধোর নামে তাদের সম্পদ ধনী দেশগুলোর হতে তুলে দিতে।

এ অবস্থায় উক্ত অধিবেশনকে সামনে রেখে জলবায়ু পরিবর্তন এবং ঋণ বা দেনা বাতিলের এই ক্যাম্পেইন কার্যক্রমটি Asia Pacific Movement on Debt and Development - APMDD'র সমন্বয়ে সারা বিশ্বে সকল জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোতে একযোগে পালিত হচ্ছে। বাংলাদেশও দরিদ্র ও জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশ হিসাবে এবং ইতিমধ্যেই জলবায়ু ঋন ভারাক্রান্ত হওয়ায় আমরা নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে বৈশ্বিকভাবে এই প্রচারনার প্রতি সংহতি জানাই এবং বাংলাদেশ সহ বিশ্বের সকল দেশের জলবায়ু সম্পর্কিত ঋন বাতিলের দাবী জানিয়ে এই কর্মসুচি পালন করছি।

সচিবালয়ঃ ইক্যুইটিবিডি [প্রযত্নে কোস্ট ফাউন্ডেশন], ঠিকানাঃ প্রধান কার্যালয়- মেট্রো মেলোডি, বাড়ী-১৩, রোড-০২ শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।
ফোন +৮৮ ০২ ৫৮১৫০০৮২/৫৮১৫২৮২১/৫৮১৫২৭৯০, ই মেইলঃ info@equitybd. net, ওয়েবঃ www.equitybd.net